

স্বালাতে মুবাশ্শির

বিভাগ/অধ্যায়ঃ পবিত্রতা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

ওযুর আনুষঙ্গিক মাসায়েল

ওযুর অঙ্গগুলোকে কমপক্ষে ১ বার করে ধোয়া জরুরী। ২ বার করে ধুলেও চলে। তবে ৩ বার করে ধোয়াই উত্তম। এরই উপরে আল্লাহর রসূল (ﷺ) তথা সাহাবায়ে কেরামের আমল বেশী। কিন্তু তিনবারের অধিক ধোয়া অতিরঞ্জন, বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন করা। (আব্দাউদ, সুনান, নাসাঈ, সুনান, ইবনে মাজাহ, সুনান, মিশকাত ৪১৭-৪১৮ নং)

ওযুর কোন অঙ্গ ২ বার এবং কোন অঙ্গ ৩ বার ধোয়া দৃশ্যীয় নয়। (সহীহ, আব্দাউদ, সুনান ১০৯, সহীহ, তিরমিযী, সুনান ৪৩নং)

জোড়া অঙ্গগুলির ডান অঙ্গকে আগে ধোয়া রসূল (ﷺ) এর নির্দেশ। (আহমাদ, মুসনাদ, আব্দাউদ, সুনান, ইবনে মাজাহ, সুনান, মিশকাত ৪০১নং) তিনি ওযু, গোসল, মাথা আঁচড়ানো, জুতো পরা প্রভৃতি সকল কাজের সময় ডান থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪০০নং)

ওযুর অঙ্গগুলো -বিশেষ করে হাত ও পা- রগড়ে ধোয়া উত্তম। রসূল (ﷺ) এর এরূপই আমল ছিল। (নাসাঈ, সুনান ৭২, মিশকাত ৪০৭নং)

অঙ্গসমূহ এমনভাবে ধুতে হবে যাতে কোন সামান্য জায়গাও শুকনো থেকে না যায়। ওযুর অঙ্গে কোন প্রকার পানিরোধক বস্তু (যেমন পেন্ট, চুন, কুমকুম, অলঙ্কার, ঘড়ি, টিপ ইত্যাদি) থাকলে তা অবশ্যই দূর করে নিতে হবে। যেহেতু আল্লাহর নবী (ﷺ) একদা কতক লোকের শুষ্ক গোড়ালি দেখে বলেছিলেন, “গোড়ালিগুলোর জন্য দোযখে ধ্বংস ও সর্বনাশ রয়েছে! তোমরা ভালরূপে (সকল অঙ্গকে সম্পূর্ণরূপে) ধুয়ে ওযু কর।” (মুসলিম, মিশকাত ৩৯৮নং)

এক ব্যক্তি ওযু করার পর মহানবী (ﷺ) এর নিকট উপস্থিত হলে দেখলেন, তার দুই পায়ে নখ পরিমাণ জায়গা শুষ্ক রয়েছে। তিনি তাকে বললেন, “তুমি ফিরে গিয়ে ভালরূপে ওযু করে এস।” (আব্দাউদ, সুনান ১৫৮নং)

এক ব্যক্তিকে তিনি দেখলেন নামায পড়ছে, আর তার এক পায়ের পিঠে এক দিরহাম বরাবর স্থান শুষ্ক রয়েছে, যাতে সে পানিই পৌঁছায়নি। তিনি তাকে পুনরায় ওযু করে নতুনভাবে নামায পড়তে আদেশ দিলেন। (আব্দাউদ, সুনান ১৬১ নং)

ওযু করার সময় নিরবচ্ছিন্নভাবে একটানা অঙ্গগুলোকে পর্যায়ক্রমে একের পর এক ধুতে হবে। মাঝে বিরতি দেওয়া বৈধ নয়। সুতরাং কেউ মাথা বা কান মাসাহ না করে ভুলে পা ধুয়ে ফেললে এবং সত্বর মনে পড়লে, সে মাসাহ করে পুনরায় পা ধোবে। বহু পরে মনে পড়লে পুনরায় নতুন করে ওযু করবে।

কেউ যদি ওযু শুরু করার পর কাপড়ে নাপাকী দেখে এবং তা সাফ করতে করতে পূর্বকার ধৌত অঙ্গ শুকিয়ে যায়, তাহলে তাকে পুনঃ ওযু করতে হবে। পক্ষান্তরে যদি ওযু সম্পর্কিত কোন বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে নিরবচ্ছিন্নতা

কেটে যায়, তবে তাতে কোন ক্ষতি হয় না। যেমন ওয়ু করতে করতে হাতে বা ওয়ুর কোন অঙ্গে পেন্ট বা নখপালিশ বা চুন ছাড়াতে অথবা পানি শেষ হয়ে গেলে পুনরায় কুঁয়ো বা কল থেকে পানি তুলতে কিংবা ট্যাঙ্কের পাইপ খুলতে প্রভৃতি কারণে ওয়ুতে সামান্য বিরতি এসে পূর্বেকার ধোয়া অঙ্গ শুকিয়ে যায়, তাহলে পুনরায় নতুনভাবে শুরু করে ওয়ু করতে হবে না। যে অঙ্গ ধোয়া হয়েছিল তার পর থেকেই বাকী অঙ্গসমূহ ধুয়ে ওয়ু শেষ করা যাবে। (আলমুমতে', শারহে ফিক্হ, ইবনে উমাইমীন ১/১৫৭)

ওয়ু করার সময় বাঁধানো দাঁত খোলা বা খেলান করে দাঁতের ফাঁক থেকে লেগে থাকা খাদ্যাংশ বের করা জরুরী নয়। (ফাতাওয়া ইবনে উমাইমীন ১/২৮৩, ফম: ১/২১০)

একই পাত্র হতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এক সাথে অথবা স্ত্রী আগে ও স্বামী পরে অথবা তার বিপরীতভাবে ওয়ু-গোসল করায় কোন ক্ষতি বা বাধা নেই। আল্লাহর রসূল (ﷺ) তথা সাহাবাগণ এরূপ আমল করেছেন। (বুখারী, ফতহুল বারী ১/৩৫৭-৩৫৮, মুসলিম, মিশকাত ৪৪০নং)

ঠান্ডার কারণে গরম পানিতে ওয়ু-গোসল করায় কোন বাধা নেই। হযরত উমার (রাঃ) এরূপ করতেন। (বুখারী, ফতহুল বারী, ইবনে হাজার ১/৩৫৭-৩৫৮)

ওয়ু-গোসলের জন্য পরিমিত পানি ব্যবহার করা কর্তব্য। অধিক পানি খরচ করা অতিরঞ্জনের পর্যায়ভুক্ত; আর তা বৈধ নয়। (আহমাদ, মুসনাদ আবুদাউদ, সুনান, ইবনে মাজাহ, সুনান, মিশকাত ৪১৮নং) মহানবী (ﷺ) ১ মুদ্ (কম-বেশী ৬২৫ গ্রাম) পানিতে ওয়ু এবং ১ সা' থেকে ৫ মুদ্ (কম-বেশী ২৫০০ থেকে ৩১২৫ গ্রাম) পানিতে গোসল করতেন। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৩৯নং) সুতরাং যাঁরা ট্যাঙ্কের পানিতে ওয়ু-গোসল করেন, তাঁদেরকে সতর্ক হওয়া উচিত।

ওয়ুর ফরয অঙ্গ সম্পূর্ণ কাটা থাকলে তার বাকী অঙ্গ ধুতে বা মাসাহ্ করতে হয় না। যেমন একটি হাত গোটা বা কনুই পর্যন্ত অথবা একটি পা গোটা বা গাঁট পর্যন্ত কাটা থাকলে বাকী একটি হাত বা পা-ই ওয়ুর জন্য ধুতে হবে। (ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ্, সউদী উলামা-কমিটি ১/৩৯০)

ওয়ুর শেষে পাত্রের অবশিষ্ট পানি থেকে এক আঁজলা দাঁড়িয়ে পান করার কথা হাদীসে রয়েছে। (বুখারী ৫৬১৬, তিরমিযী, সুনান ৪৪-৪৫, নাসাঈ, সুনান ৯৩নং)

ওয়ুর শেষে ওয়ুর পানি অঙ্গ থেকে কাপড় দিয়ে মুছে ফেলা দূষণীয় নয়। মহানবী (ﷺ) ওয়ুর পর নিজের জুব্বায় নিজের চেহারা মুছেছেন। (ইবনে মাজাহ, সুনান ৩৭৯নং) ওয়ুর পর পানি মুছার জন্য তাঁর একটি বস্ত্র খন্ড ছিল। (তিরমিযী, সুনান, হাকেম, মুস্তাদরাক, জামে ৪৮৩০নং)

ওয়ুর পর দুই রাকআত নামাযের বড় ফযীলত রয়েছে। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, “যে কোন ব্যক্তি যখনই সুন্দরভাবে ওয়ু করে সবিনয়ে একাগ্রতার সাথে (কায়মনোবাক্যে) দুই রাকআত নামায পড়ে তক্ষণই তার জন্য জান্নাত অবদার্য হয়ে যায়।” (মুসলিম ২৩৪নং, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

তিনি আরো বলেন, “যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওয়ু করে, কোন ভুল না করে (একাগ্রচিত্তে) দুই রাকআত নামায পড়ে সেই ব্যক্তির পূর্বেকার সমুদয় গুনাহ মাফ হয়ে যায়।” (আবু দাউদ, সহীহ তারগীব ২২১নং)

ওয়ুর পরে নামায পড়ার ফলেই নবী (ﷺ) বেহেশ্তে তাঁর আগে আগে হযরত বিলালের জুতোর শব্দ শুনেছিলেন। (বুখারী, মুসলিম, সহীহ তারগীব ২১৯নং)

প্রিয় নবী (ﷺ) প্রত্যেক নামাযের জন্য ওয়ু করতেন। তবে সাহাবাগণ না ভাঙ্গা পর্যন্ত একই ওয়ুতে কয়েক ওয়াক্তের নামায পড়তেন। (আহমাদ, মুসনাদ, বুখারী ২১৪ নং, আবূদাউদ, সুনান, তিরমিযী, সুনান, নাসাঈ, সুনান, দারেমী, সুনান, মিশকাত ৪২৫নং)

অবশ্য মক্কা বিজয়ের দিন নবী (ﷺ) এক ওয়ুতেই পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়েছিলেন। (মুসলিম, সহীহ ২৭৭, আবূদাউদ, সুনান ১৭২, ইবনে মাজাহ্, সুনান ৫১০নং)

সর্বদা ওয়ু অবস্থায় থাকা এবং ওয়ু ভাঙ্গলে সাথে সাথে ওয়ু করে নেওয়ার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। মহানবী (ﷺ) বলেন, “তোমরা (প্রত্যেক বিষয়ে) কর্তব্যনিষ্ঠ রহ; আর তাতে কখনই সক্ষম হবে না। জেনে রেখো, তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আমল নামায। আর মুমিন ব্যতীত কেউই ওয়ুর হিফযত করবে না।” (ইবনে মাজাহ্, হাকেম, সহীহ তারগীব ১৯০নং)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুরাইদাহ্ তাঁর পিতার নিকট হতে বর্ণনা করে বলেন, একদা প্রভাতকালে আল্লাহর রসূল (ﷺ) হযরত বিলালকে ডেকে বললেন, “হে বিলাল! কি এমন কাজ করে তুমি জান্নাতে আমার আগে চলে গেলে? আমি গত রাতে (স্বপ্নে) জান্নাতে প্রবেশ করলে তোমার (জুতার) শব্দ আমার সামনে থেকে শুনতে পেলাম!” বিলাল বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমি যখনই আযান দিয়েছি তখনই দুই রাকআত নামায পড়েছি। আর যখনই আমি অপবিত্র হয়েছি তখনই আমি সাথে সাথে ওয়ু করে নিয়েছি।’ এ শুনে আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, “এই কাজের জন্যই। (জান্নাতে আমার আগে আগে তোমার শব্দ শুনলাম।)” (ইবনে খুযাইমাহ্, সহীহ তারগীব ১৯৪নং)

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=2773>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন